দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 29 NOV 1998 ... ...
পৃষ্ঠা: ৮ কলাম ... ৭ .....

7

প্রসঙ্গঃ শিক্ষা প্রশাসন কি আইনের উর্ধ্বে?

বিগত ২৭-১০-৯৮ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক এবং ভোরের কাগজের চিঠিপত্র কলামে উপরোক্ত শিরোনামে আমার একটি চিঠি প্রকাশ হওয়ার পর হইতে শিক্ষা প্রশাসনের একটি মহল আমাকে হয়রানি ও ক্ষতিগ্রস্ত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। এবং পূর্বের তারিখ দিয়া নূতন নূতন অভিযোগ তৈরী করিতেছে। বিগত ৩১-১০-৯৮ তারিখে স্থানীয় কঠিন চীবরদান অনুষ্ঠান দেখিয়া বিদ্যালয়ের সামনে দিয়া যাওয়ার সময় একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী আমাকে প্রধান শিক্ষকের কক্ষে ডাকিয়া নেয় এবং সেখানে অবস্থানরত একজন বিদ্যালয় পরিদর্শিকা আমাকে একটি সাদা কাগজে স্বাক্ষর করিতে নির্দেশ প্রদান করেন। আমি কোনকিছু না বুঝিয়া এবং না জানিয়া সাদা কাগজে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে, তিনি একজন সহকারী শিক্ষকের বদলি সংক্রান্ত তদন্ত কার্য সম্পর্কিত অপর একটি কাগজে আমাকে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করেন এবং স্বাক্ষর প্রদানের পর পরই আমাকে প্রধান শিক্ষকের কক্ষ হইতে বলপূর্বক তাড়াইয়া দেন। আমি উক্ত তদন্ত কার্য সম্পর্কে কোন কিছুই অবহিত ছিলাম না এবং এখনও কোন কিছু অবহিত হইতে পারি নাই। ইহার মধ্যে বিগত ৮-১১-৯৮ তারিখে উক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শিকার নিকট হইতে একটি পত্র পাই। যাহার স্মারক নং ২০৩৫/জি, তারিখ ৩/১১/৯৮ইং। উহাতে তিনি উল্লেখ করেন যে, বিগত ৩১/১০/৯৮ তারিখে সরেজমিনে তদন্তকালে আমি নাকি নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছিঃ-

১। বিগত ২৭-১০-৯৮ তারিখে ভোরের কাগজ পত্রিকায় "শিক্ষা প্রশাসন কি আইনের উর্ধ্বে?" শিরোনামে শিক্ষা বিভাগের বিরুদ্ধে "পেপার বিজ্ঞপ্তির" জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হইতে কোন অনুমতি নিয়াছি কিনা?

২। ইতিপূর্বে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত অভিযোগ সম্পর্কে লিখিতভাবে জানাইয়াছি কিনা?

৩। প্রধান শিক্ষকের প্রতি দুর্ব্যবহার করার হেতু কি?

৪। ক্লাস রুটিন অনুযায়ী শ্রেণী পাঠদানের কাজে বিরত থাকার হেতু কি?

৫। আমার অভিযোগ অনুযায়ী ৬ বৎসর চাকুরীকালে ৮ বার বদলি হওয়ার হেতু কি?

আশ্চর্যের বিষয়, ঐ দিন তিনি জনৈক শিক্ষকের বদলি সংক্রান্ত তদন্ত কার্যে উপস্থিতির তালিকায় আমার স্বাক্ষর নিয়াছিলেন। সেখানে এইসব বিষয়ের কোন উল্লেখ ছিল না। তদুপরি তাঁহার প্রশ্নগুলিও অদ্ভুত ধরনের। ১নং প্রশ্নে পেপার বিজ্ঞপ্তির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। অথচ পেপারে কোন বিজ্ঞপ্তি (!) দেই নাই। চিঠিপত্র কলামে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনিয়মের বিরুদ্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি মাত্র। ২নং প্রশ্নটি তাঁহাদেরই ভাল জানার কথা। অথচ তিনি এমনভাবে প্রশ্ন করিয়াছেন, যেন তিনি শিক্ষা বিভাগ বহির্ভূত কোন ব্যক্তি। ৩নং এবং ৪নং প্রশ্নটি অপ্রাসঙ্গিক, উদ্ভট এবং অবান্তর। কারণ এই ধরনের অভিযোগ অদ্যাবধি কেহ আমার বিরুদ্ধে উথাপন করেন নাই। ৫নং প্রশ্নের ধরনে মনে হয় যেন আমি স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া ৬ বৎসর ৮ বার বদলি হইয়াছি এবং আমি যেন নিজে নিজেই বদলি হওয়ার ক্ষমতা রাখি।

এমতাবস্থায় আমি নিশ্চিত যে, আমাকে হয়রানি ও ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য শিক্ষা অধিপ্তর ও পরিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পর্যন্ত জড়িত। তাই সুষ্ঠু ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন এবং আমার হয়রানি লাঘব করার জন্য ঢাকা শহরে বদলি করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট আকুল আবেদন জানাইতেছি।

প্রণব কুমার দেব,
সহকারী শিক্ষক,
রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়,
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।